বিভক্তির সাতকাহন - ২৩
ভজন সরকার

পথে কুঁড়িয়ে পাওয়া মানুষগুলোই আমার জীবনে স্থান করে নিয়েছে সব চেয়ে নিভৃত গহনে। স্বপ্নাতীত বিস্ময়ে আর হতবাকে অবাক হয়ে দেখেছি গায়ে ধাক্কা লাগা মানুষেরাই চির চেনা আর চির আপন হয়ে জড়িয়ে গেছে জীবনের ডাল-পালায়, লতায় পাতায় । চোখ বন্ধ করলেই যারা আজ ভীড় করে একান্ত কাছে , যাদের প্রতি অমোঘ ভালবাসা আজও এই প্রবাস জীবনের শত প্রতিকূলতা ছাপিয়ে উপচে পড়ে প্রবল আবেগে, আঙ্গুল গুনে গুনে বলে দেয়া যায় তারা প্রায় সকলেই পথে পাওয়া আপনজন । ব্যবধান যতই প্রবল হোক,যতই থাকুক না দেয়াল ধর্মের , দুর্দমনীয় আবেগ আর ভালবাসার কাছে সে পরাজিত হতে বাধ্য । সেই বেড়া -ডিংগানো মানুষগুলোই বারবার বিভক্তির বাতাবরণকে নিতান্ত তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছে মানবতার মিছিলে , সামাজিক সংস্কারের নামে বেঁধে দেয়া শিকলগুলো হ্যাচকা টানে ছিড়ে ফেলে এগিয়ে গেছে সামনে প্রগতির পথে । কখনও আবার প্রতিবাদে-প্রতিরোধে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সফলতা - ব্যর্থতার পূর্বাপর চিন্তা না করেই নিতান্ত বিপদজনক আর ভঙ্গুর জমিনে।

আমাদের নীলিমাদি ঘর থেকে বাইরে আসা তেমনি সাহসী এক রমনীর নাম । সম্ভ্রান্ত ব্রাক্ষ্ম ন পরিবারের অতিশয় সুন্দরী এক কন্যা । বাবা স্থানীয় জমিদার আর এলাকার বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। সংগীতই তার নেশা । নিজে তালিম নিয়ে এসেছেন উত্তর ভারত থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর । জলতরঙ্গের সুর -মূর্ছণায় মাতিয়ে রাখেন নিজের চারপাশ । নিজেও থাকেন মেতে সংগীতের যাদুকরী আবেগে । জমিদারের বখে যাওয়া উত্তরাধিকারী সংগীতকেই স্থান দেন সবার ওপর । সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শাস্ত্রীয় সংগীতের ওপর লেখা বই আর বাদ্য যন্ত্র। দেয়ালে সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের সাথে তোলা ছবি । এমন বাবার সুযোগ্যা কন্যাই বটে নীলিমাদি । হাই-স্কুল পাড় হতে না হতেই শাস্ত্রীয় সংগীতের ভূবনে সাচ্ছন্দ্য বিচরণ । ভারী সুন্দর গলা - শান দে'য়া ছকে বাঁধা । আরোহ-অবরোহতে এমন অনায়াস অবাধ বিচরণ কয় জনের থাকে । ওস্তাদ বাবা নিজের মেয়ের প্রতিভায় ভারী মুগ্ধ ।

সেই নীলিমা দিদিকে একদিন পেয়ে গেলাম বরিশালের সদর রোডে এক স্নিগ্ধ বিকেলে । বিবির পুকুর পাড়ের আধোঁ আলো-আধোঁ অন্ধকারের সেই মোহনীয় সময়ে আমাদের স্থানীয় কলেজের এক শিক্ষককে দেখে চমকে উঠলাম যেনো । মানিকগঞ্জের উপজেলা শহরের সরকারী কলেজের এক শিক্ষককে হঠাৎ বদলি করা হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের এক কলেজে । বদলির কারণ তার নিজের কাছেও অজানা । আশঙ্কা, শিক্ষক রাজনীতির নির্মম বলী অথবা সংখ্যালঘু হয়ে জন্মাবার অমোঘ শাস্তি। তা না হলে নিতান্তই কবিতাপ্রেমিক ঝুট-ঝামেলাহীন এই মানুষটিকে এত দূর বদলি করবার আর কি-ইবা কারণ থাকতে পারে ?

এত সব কিছু শোনার সময়ে খেয়ালই হয় নি পাশে থাকা সর্বাঙ্গে সবুজের আবরণে জড়ানো নীলিমাদিকে । সবুজ শাড়ির সাথে সবুজ ব্লাউজ , কপালের টিপখানিও সবুজ । মাথা থেকে নেমে আসা মসৃন একগুচ্ছ কালো চুল নেমে গেছে পিঠ ছাড়িয়ে কোমরের শেষ প্রান্ত সীমায় । নীলিমাদি নিরাভরণ মুখমন্ডলীর সাথে লিপিষ্টিকহীন ঠোঁট আর সুতীক্ষ্ণ গ্রীবায় দেবীমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলো এতক্ষন নীরবে । অপ্রতিভ আমি নিজেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম নিজের অনিচ্ছাকৃত এড়িয়ে যাওয়ার এই অপরাধে । এক ভূবন ভোলানো হাসিতে মুহুর্তেই জয় করে নিলো আমাকে নীলিমাদি । এটাই যে প্রথম পরিচয় নীলিমাদির সাথে - সে কথা পরিচয়ের প্রথম প্রহরে মনে আসেনি ঘুনাক্ষরেও । মনে হয়েছে কত কাল থেকে যেনো আগলে আছে আমাকে এক শক্ত বাঁধনে আর নিরবিচ্ছিন্ন মায়ার আচ্ছাদনে । সেই থেকে আজ অবধি নীলিমাদি আমাদের পরিবারেরই একজন ।

প্রথম পরিচয় থেকে সময় গড়িয়ে যত দূরে চলে গেছি আমরা , আবিস্কার করেছি অন্য এক নীলিমাদিকে । এক বোবা কান্নার পাথরে ক্ষত-বিক্ষত নীলিমাদিকে জেনেছি আর অবাক হয়েছি হিন্দু-ধর্মের জঘন্যতম জাতিভেদ প্রথার নির্মমতার কথা জেনে । শিক্ষা -সংস্কৃতিতে অগ্রসর একটি পরিবারে জন্মেও কিভাবে তার নিজের জীবনে নেমে এসেছে অত্যাচার আর নির্যাতনের ভয়াবহতা তার ধারা বর্ণনা নীলিমাদির সাহসী উচ্চারণে সৃষ্টি করেছে বেদনার এক বিমূর্ত মূহুর্ত ।

বাবার প্রিয় এক ছাত্রকেই ভালবেসেছিলো নীলিমাদি । যোগ্যতার যে কোন মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ সে ভালবাসার মানুষটির একমাত্র অযোগ্যতা ছিলো সে ব্রাহ্মন না - নমঃশুদ্র । তথাকথিত চাড়ালের ছেলের সাথে নিজের মেয়ের সম্পর্ক সেটা মেনে নেয়া যায় না। নীলিমাদির মহা-পরাক্রমশালী পরিবারও মেনে নিতে পারে নি । মুসলমানের ছেলের সাথে চলে গেলে সমাজকে বোঝানো যায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে নিজেদের দূর্বল অবস্থানে কি-ই বা করার আছে । কিন্তু নীচু জাতের চাড়ালের ছেলে নিয়ে যাবে নিজের মেয়েকে মেনে নিতে পারেনি নীলিমাদির পরিবার । তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেও বাসর রাত করা সম্ভব হয় নি তাদের । মাস্তান দিয়ে জোর করে ধরে এনেছে তার বাবা অজ্ঞাতবাস থেকে । অপহরণ করিয়েছে নিজের মেয়েকেই । তারপর ধর্ষিতা হয়েছে নিজের বাবার লেলিয়ে দেয়া মাস্তানের হাতেই নীলিমাদি । একবার নয় অসংখ্যবার , অপহরনের পুরো সময়টা জুড়েই । শত চেষ্টা করেও পালিয়ে আসতে পারেনি যতক্ষন না নিতান্তই অপাংক্তেয় ভেবে ফেলে রেখে এসেছে রাতের অন্ধকারে তার বাবার আঙ্গিনাতেই।

স্বাধীনতাযুদ্ধের পুরো নয় মাস যে মেয়েকে বাবা আগলে রেখেছে হানাদার পাকিস্তানীদের অত্যাচার থেকে , নিতান্ত জাত্যাভিমানের ঠুনকো অজুহাতে সে মেয়েকেই বাড়িয়ে দিয়েছে কিছু মাস্তানের হাতে অত্যাচার আর শ্লীলতাহানির সামনে । নীলিমাদি থেমে যায় এ পর্যন্তই । তার রেওয়াজ করা সুরেলা কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে । অপূর্ব সুন্দর বাচনভঙ্গিতে নীলিমাদির হৃদয় নিংড়ানো এ করুন কাহিনী বেদনার বিহাগে ভরে ওঠে । স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা কয়েক লক্ষ নারীকে আমরা গর্বের সাথে বলি ‘‘ বীরাঙ্গনা ’’ । নীলিমাদির মতো সাহসী - প্রতিবাদি এরকম নারীদের আমরা কি নামে আখ্যায়িত করবো , সমাজকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচেছ ধর্মীয় -কূপমন্ডুকতা থেকে এক উজ্জ্বল সকালের প্রত্যাশায় ?

আজও তাই নীলিমাদিকে মনে হয় ,যখন দেখি ধর্মের নামে, সম্প্রদায় বা জাতিভেদ প্রথার নামে মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে হতে হয়ে পড়ছে একা এবং একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ; কিংবা কিছু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থের নামে সাম্প্রদায়িক অথবা প্রবল জাতীয়তাবাদি ।

(চলবে)

।। ডিসেম্বর - ২০০৬, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com